ধ্বনির দেশ

রচনাঃ মিজানুর রহমান তরুণ

কে বলে গরীব বাংলাদেশ-
তার মুখে পড়ুক ছাই,
খাদ্য-বস্ত্র, চিকিতসা নেই-

তবু নেতা জয় গান গাই।

পাতি-উপ-নেতানেত্রী চলেন-
হাজার গাড়ীর বহরে,
শত শত রঙ্গীন তোরণ সাজে-

গ্রাম বন্দর শহরে।

নেতা-নেত্রী যেখানে থাকে-
নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে,
বন্ধ কর্ম, বন্ধ চলাচল-

সরব শুধু দল-উপদল।
মেতে থাকে নিয়ে কোন্দল-

সুযোগীরা খোঁজে ঘোলাজল।

এটা দেব- ওটা দেব-
নেতা-নেত্রী বলে যায়,
ডলার গুলো বিদেশে পাঠিয়ে-

টাকা বসে বসে খায়।

ভাল ভাল কথা বলেন-
সত্য বলেন না,
জনগণও মিথ্যা ছাড়া-

ভাল কিছু বোঝেন না।

গণতন্ত্রের স্বর-যন্ত্রে -
ভোটের হিসাব কষেন,
সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে-

স্বদেশকে ভালবাসেন।
দিল্লীতে প্রাতঃরাশ সেরে-

লাঞ্চ করেন লন্ডনে
লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগেন-

বাংলাদেশের জনগণে।

ত্যাগী-ভোগী দু'প্রকার নেতা-
দেশে করে বিচরণ,
ভোগীরা শুধু মলত্যাগ করে-

অদ্ভুত তাদের আচরণ।

ত্যাগীদের সর্ব্বস্ব ত্যাগে
দেশে আসে পরিবর্তন,
নেতাদের শুধু ধন-সম্পদে

হয় কিছু পরিবর্ধন।

ঘুষ-টুষে সবকিছু মেলে-
বাঘের দুধ সস্তায়,
মন্ত্রীরা সান্ত্রী নিয়ে ঘোরে-

জিন্দাবাদ শুনতে রাস্তায়।

ভেজাল ছাড়া কোন দ্রব্য দ্রষ্টব্য হয়না

আসল-নকল বিষয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

এটা চাই- ওটা চাই, টাকা আছে কাঁড়ি কাঁড়ি-

ওর আছে আমারও চাই, এটাই বাহাদুরি।

জাতে বাংগালী পেশা কৃষিকাজ, এই ছিল পরিচয়-

দুর্নীতিতে বিশ্বসেরা জানিবে নিশ্চয়।
দেশ চলছে ঠিকঠাক ইন্ডাস্ট্রিটা চাঁদাবাজি-

শ্রেষ্ঠ কাজে কাটছে সময়, চায়ের স্টলে বসে গলাবাজি।

রাজা-মন্ত্রীরা মোটা বুদ্ধির, প্রজারাই নষ্টের মূল-

রাজা নির্ব্বাচনে বারে বারে তারা করে আসছেন ভুল।
সরকারি কর্মচারী করছে পুকুর চুরি-

নামে-বেনামে অঢেল সম্পদ, বউয়ের গয়না শতভরি।

আমলারা সব গামলা ভরে, পোলাও কোরমা খায়
ঘুষ-টুষ পেলে-টেলে তবেই ফাইল সরায়।
ধর্মতন্ত্রে থাকলে শত ধর্ষণ খুনেও মাফ
তাদের গায়ে আঁচড় দেয়, আছে কোন ব্যাটার বাপ!

পুলিশে নালিশ করে টাকা গুনতে হয়,
নইলে উল্টো ফেঁসে যাবে- ওটাই বড় ভয়।
তবুও আমরা ধ্বনি দেই- ধনীদের সকাতরে-
অযুত মরছে রোগে-শোকে, হতাশায় অকাতরে।

কবিঃ মিজানুর রহমান (তরুন), সিডনী, ১৪/০১/২০১২

প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান তরুনের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন